OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – iv, October 2026, TIRJ/ October 2026/article - 50
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 435 - 452
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue - iv, Published on October issue 2026, Page No. 435 - 452
Website: https://tirj.org.in/tirj, Mail ID: editor@tirj.org.in
(SJIF) Impact Factor 8.111, e ISSN : 2583 - 0848

রাঢ়ের মাটি, রূপশিল্প ও জীবনসংগ্রাম : বীরভূমের লোকশিল্পের ঐতিহ্যগত বিবর্তন ও গ্রামীণ অর্থনৈতিক রূপান্তর

ড. সৌরভ মণ্ডল
সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ
বালুরঘাট বি.এড. কলেজ (স্বশাসিত)
Email ID: saurabhmandal1987@gmail.com

Received Date *30. 09. 2026*
Selection Date *15. 10. 2026*

Keyword
Birbhum, Rarh Bengal, Folk Art, Handicrafts, Dhokra, Nakshi Kantha, Santiniketan, Rural Economy, Artisans, Self-Help Groups, Tourism, Livelihood, Cultural Heritage.

Abstract

Birbhum, located in the cultural landscape of Rarh Bengal, represents a distinctive confluence of indigenous traditions, rural life, ecological resources, craftsmanship and changing economic practices. This study, titled "Clay, Craft and Struggle for Livelihood: The Traditional Evolution of Folk Arts and Rural Economic Transformation in Birbhum," examines the historical development, aesthetic characteristics and socio-economic significance of the district's folk and handicraft traditions. It seeks to understand folk art not merely as a form of cultural expression but also as an important component of rural livelihood and economic adaptation.

The study focuses on major craft traditions associated with Birbhum, including Dhokra metal craft, particularly around Dariyapur and adjoining areas; Nakshi Kantha and embroidery traditions associated with Nanur, Labpur and neighbouring regions; Santiniketan leather craft; terracotta; and bamboo and wood crafts. It explores the relationship between locally available raw materials, traditional techniques, inherited artisanal knowledge and the aesthetic vocabulary of folk production. Particular attention is given to motifs derived from nature, rural life, religious beliefs and everyday experiences, which transform utilitarian objects into culturally meaningful artistic forms.

The research further investigates the relationship between handicrafts and the agrarian economy of rural Birbhum. In an economy characterized by seasonal agricultural employment, handicrafts often function as supplementary or alternative sources of livelihood. The study examines the role of household-based production, cottage industries and Self-Help Groups (SHGs) in generating employment, particularly for women, strengthening financial participation and creating opportunities for collective production and marketing. It also considers the challenges faced by artisans, including rising raw-material costs, limited market access, dependence on intermediaries, fluctuating demand and inadequate valuation of artisanal labour.

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – iv, October 2026, TIRJ/ October 2026/article - 50
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 435 - 452
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

Another significant dimension of the study is the relationship between folk crafts, fairs and tourism. Events such as the Poush Mela and Joydev-Kenduli Mela provide important platforms for artisans to display and sell their products while connecting local craft traditions with wider regional and tourist markets. The expansion of tourism and contemporary forms of marketing has consequently contributed to the transformation of folk art from primarily local-use production into market-oriented cultural commodities.

The study argues that the evolution of Birbhum's folk arts reflects a continuous negotiation between tradition and modernity, cultural identity and market demand, artistic expression and economic survival. The sustainability of these traditions therefore depends not only on preserving traditional techniques but also on ensuring fair remuneration, strengthening artisan-led market networks, encouraging skill transmission across generations and integrating traditional crafts with contemporary opportunities without compromising their cultural identity. Ultimately, the folk arts of Birbhum emerge as a form of living cultural heritage in which the soil of Rarh, the creativity of its people and their struggle for livelihood converge to create a distinctive cultural and economic landscape.

Discussion

ভূমিকা : রাঢ়বঙ্গের সাংস্কৃতিক ভূগোলের একটি গুরুত্বপূর্ণ অঞ্চল বীরভূম। পশ্চিমবঙ্গের পশ্চিমাঞ্চলে অবস্থিত এই জেলা তার লালমাটির ভূপ্রকৃতি, অপেক্ষাকৃত শুষ্ক জলবায়ু, অরণ্যভূমি, নদী-নালা, কৃষিজীবন এবং বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর সহাবস্থানের কারণে একটি স্বতন্ত্র সাংস্কৃতিক পরিচয় অর্জন করেছে। এই ভূপ্রাকৃতিক পরিবেশের সঙ্গে মানুষের দীর্ঘকালীন সহাবস্থান কেবল তাঁদের খাদ্যাভ্যাস, বসতি ও পেশার ধরনকেই প্রভাবিত করেনি; তাঁদের শিল্পবোধ, লোকবিশ্বাস এবং নন্দনচেতনারও বিশেষ রূপ নির্মাণ করেছে। বীরভূমের লোকশিল্পের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হল স্থানীয় পরিবেশ থেকে সংগৃহীত উপকরণের সৃজনশীল ব্যবহার। মাটি, ধাতু, কাঠ, বাঁশ, বেত, কাপড়, সুতো ও চামড়ার মতো উপকরণ মানুষের হাতে রূপান্তরিত হয়ে কখনও ব্যবহারিক সামগ্রী, কখনও অলংকার, আবার কখনও ধর্মীয় ও নান্দনিক শিল্পবস্তুতে পরিণত হয়েছে। ফলে বীরভূমের লোকশিল্পের ইতিহাস প্রকৃতপক্ষে মানুষ ও পরিবেশের পারস্পরিক সম্পর্কের ইতিহাস।

লোকশিল্পের আর-একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হল এর সঙ্গে গ্রামীণ অর্থনীতির নিবিড় সম্পর্ক। কৃষি দীর্ঘদিন ধরে বীরভূমের অর্থনীতির অন্যতম প্রধান ভিত্তি হলেও কৃষিকাজের প্রকৃতি ঋতুভিত্তিক হওয়ায় সারা বছর সমান কর্মসংস্থান থাকে না। এই পরিস্থিতিতে হস্তশিল্প বহু পরিবারে পরিপূরক বা বিকল্প জীবিকার ভূমিকা গ্রহণ করেছে। পরিবারের একজন সদস্য কৃষিকাজে যুক্ত থাকলেও অন্য সদস্য কাঁথা সেলাই, বাঁশের সামগ্রী তৈরি, মাটির কাজ, ধাতুশিল্প বা চামড়ার পণ্য উৎপাদনে যুক্ত থাকতে পারেন। অতএব, বীরভূমের লোকশিল্পকে কেবল 'শিল্প' হিসেবে দেখলে তার পূর্ণ তাৎপর্য উপলব্ধি করা সম্ভব নয়। এটি একই সঙ্গে শিল্প, শ্রম, জীবিকা, সামাজিক স্মৃতি, নারীর সৃজনশীলতা, পরিবেশ এবং বাজারের সঙ্গে সম্পর্কিত একটি সাংস্কৃতিক-অর্থনৈতিক ব্যবস্থা। বীরভূমের লোকশিল্প স্থির কোনো অতীত ঐতিহ্য নয়; বরং পরিবর্তনশীল সামাজিক ও অর্থনৈতিক পরিস্থিতির সঙ্গে অভিযোজিত একটি জীবন্ত সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য।

রাঢ়ভূমির ভূপ্রকৃতি, জনজীবন ও লোকশিল্পের ঐতিহাসিক ভিত্তি—

রাঢ়ের ভূপ্রকৃতি : রাঢ় অঞ্চলের পরিচয়ের সঙ্গে লালচে-ল্যাটেরাইট মাটি, ঢেউখেলানো ভূমি, অপেক্ষাকৃত শুষ্ক পরিবেশ এবং অরণ্যভূমির সম্পর্ক রয়েছে। বীরভূমের বিভিন্ন অঞ্চলে এই ভূপ্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্য মানুষের জীবনযাত্রাকে দীর্ঘকাল প্রভাবিত করেছে। প্রকৃতি মানুষের কাছে শুধু সম্পদ নয়; প্রকৃতি তার জীবনযাত্রার অবিচ্ছেদ্য অংশ। ফলে লোকশিল্পে প্রকৃতির নানা উপাদান বারবার ফিরে এসেছে। রাঢ়ের লালমাটি, ল্যাটেরাইট ভূপ্রকৃতি ও অরণ্যভূমির প্রসঙ্গে 'Bengal District Gazetteers: Birbhum' গ্রন্থে L. S. S. O'Malley জানিয়েছেন —

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – iv, October 2026, TIRJ/ October 2026/article - 50
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 435 - 452
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

> "The western part consists of undulating beds of laterite resting on a rock basis, and covered with small scrub jungle."[১]

এই উক্তি স্মরণীয়। প্রকৃতি, জীবনযাপন, লোকবিশ্বাস, নন্দনচেতনা, লোকশিল্প —এই ধারাবাহিকতার মধ্যেই বীরভূমের লোকশিল্পের সাংস্কৃতিক ভিত্তি নিহিত।

জনজীবন ও পেশাগত বৈচিত্র্য : বীরভূমের গ্রামীণ সমাজে ঐতিহাসিকভাবে কৃষক, কুমোর, কামার, ছুতোর, তাঁতি, বাঁশশিল্পী, চর্মশিল্পীসহ বিভিন্ন পেশাভিত্তিক জনগোষ্ঠীর উপস্থিতি ছিল। দুর্ভিক্ষ, জনশূন্যতা ও কৃষিজীবনের বিপর্যয় তাদের জীবনকে দুর্বিষহ করে তুলেছিল। এ প্রসঙ্গে 'Bengal District Gazetteers: Birbhum' গ্রন্থে L. S. S. O' Malley জানিয়েছেন—

> "Many hundreds of villages are entirely depopulated."[২]

তবে তাঁদের উৎপাদন গ্রামের দৈনন্দিন জীবনকে সচল রাখতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করত। মাটির হাঁড়ি-কলসি, বাঁশের ঝুড়ি, কাঠের সরঞ্জাম, কৃষিকাজের উপকরণ কিংবা অন্যান্য গৃহস্থালি সামগ্রী — সবই গ্রামীণ অর্থনীতির অংশ ছিল। তাই ঐতিহ্যগত লোকশিল্পের উৎপত্তি অনেক ক্ষেত্রেই কোনো বিলাসী বাজারের চাহিদা থেকে নয়; বরং ব্যবহারিক প্রয়োজন থেকে।

লোকশিল্প ও সামাজিক জীবন : বিবাহ, জন্ম, পূজা, ব্রত, উৎসব, কৃষিকাজ ও পারিবারিক অনুষ্ঠানের সঙ্গে লোকশিল্পের সম্পর্ক রয়েছে। বিশেষত নারীদের তৈরি সূচিকর্ম, কাঁথা ও বিভিন্ন অলংকরণে পারিবারিক ও সামাজিক স্মৃতি সংরক্ষিত হয়েছে। এই কারণে লোকশিল্পকে বলা যায় 'দৃশ্যমান সামাজিক স্মৃতি'। যে অভিজ্ঞতা লিখিত ইতিহাসে নথিভুক্ত হয় না, তা কখনও কখনও নকশা, প্রতীক, অলংকরণ ও শিল্পবস্তুর মধ্যে সংরক্ষিত থাকে।

বীরভূমের প্রধান লোককারুশিল্প : উপকরণ, কৌশল ও নন্দন—

ক. ডোকরা শিল্প : দরিয়াপুর ও ইলামবাজার : বীরভূমে উৎপাদন, কারুশিল্প ও বাণিজ্যকে অর্থনৈতিক কাঠামোর অংশ হিসেবে দেখানোর প্রসঙ্গে 'Bengal District Gazetteers : Birbhum' গ্রন্থে L. S. S. O' Malley জানিয়েছেন —

> "MINES, MANUFACTURES AND TRADE."[৩]

গ্রামীণ শিল্প ও জীবিকার সম্পর্কে একথা প্রাসঙ্গিক। বীরভূমের অন্যতম পরিচিত ধাতুশিল্প হল ডোকরা। বিশেষত দরিয়াপুর অঞ্চল ডোকরা শিল্পের জন্য সুপরিচিত। এটি মূলত lost-wax casting বা cire perdue পদ্ধতি-নির্ভর ধাতুশিল্প। এই পদ্ধতিতে মোমের তৈরি একটি প্রাথমিক মডেলের ওপর মাটি প্রয়োগ করে ছাঁচ তৈরি করা হয়। পরে উত্তাপে মোম বেরিয়ে গেলে সৃষ্ট ফাঁকা স্থানে গলিত ধাতু ঢালা হয়। ঠান্ডা হওয়ার পরে মাটির আবরণ সরিয়ে ধাতব শিল্পবস্তুটি বের করে আনা হয়। ডোকরা শিল্পের বিষয়বস্তু মূলত লোকজ জীবন, পশুপাখি, দেবদেবী, বাদ্যযন্ত্র, গৃহস্থালি সামগ্রী এবং মানবমূর্তিকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠে। ধাতুশিল্প ও গ্রামীণ কারুশিল্পের বিস্তার প্রসঙ্গে প্রসঙ্গে 'Bengal District Gazetteers: Birbhum' গ্রন্থে L. S. S. O'Malley জানিয়েছেন —

> "Brass and bell-metal wares of an ordinary description are made in many villages."[৪]

বর্তমান কারুশিল্পে নারীর অংশগ্রহণ এবং সরকারি নথিভিত্তিক বাজার-পরিসর প্রসঙ্গে বলা হয়েছে —

> "Some artisans mainly women are involved in production of handicraft items."[৫]

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – iv, October 2026, TIRJ/ October 2026/article - 50
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 435 - 452
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive



ডোকরার নান্দনিক বৈশিষ্ট্য : ডোকরা শিল্পের বিশেষ সৌন্দর্য তার সরলীকৃত অথচ শক্তিশালী রূপভাষায়। অত্যন্ত সূক্ষ্ম বাস্তবানুগ অনুকরণের পরিবর্তে এখানে রেখা, বিন্যাস, পুনরাবৃত্ত অলংকরণ এবং ত্রিমাত্রিক গঠনের মাধ্যমে একটি স্বতন্ত্র লোকজ সৌন্দর্য তৈরি হয়। ডোকরার গায়ে তারের মতো মোমের রেখা, বিন্দু, সর্পিল এবং জ্যামিতিক অলংকরণ ব্যবহার করা হয়। এর ফলে প্রতিটি শিল্পবস্তুতে একধরনের স্পর্শনির্ভর টেক্সচার সৃষ্টি হয়।

দরিয়াপুরের গুরুত্ব : দরিয়াপুরের ডোকরা শিল্প মূলত পরিবারভিত্তিক কারিগরি ঐতিহ্যের মাধ্যমে প্রজন্মান্তরে সঞ্চারিত হয়েছে। একজন কারিগরের দক্ষতা কেবল তার ব্যক্তিগত প্রতিভার ফল নয়; দীর্ঘদিনের পারিবারিক প্রশিক্ষণ, পর্যবেক্ষণ এবং হাতে-কলমে শিক্ষার ফল। এ কারণে ডোকরা শিল্পকে tacit knowledge বা অব্যক্ত কারিগরি জ্ঞানের একটি গুরুত্বপূর্ণ উদাহরণ হিসেবেও বিবেচনা করা যায়। ইলামবাজার ও সংলগ্ন অঞ্চলেও ধাতু, মাটি, কাঠ ও অন্যান্য লোকজ উপকরণভিত্তিক কারুশিল্পের ঐতিহ্য রয়েছে। এখানকার হাট-বাজার ও পর্যটনকেন্দ্রিক অর্থনীতি লোকশিল্পের পণ্যকে বৃহত্তর বাজারের সঙ্গে যুক্ত করেছে।

খ. নকশিকাঁথা ও সূচিশিল্প : নানুর, লাভপুর ও সংলগ্ন অঞ্চল : নকশিকাঁথা বাংলার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ নারী-নির্ভর লোকশিল্প। নারীশ্রম, অর্থনৈতিক অংশগ্রহণ ও ক্ষমতায়নের আলোচনা প্রসঙ্গে বলেছেন —

> "Most of the respondent artisans are principal decision makers in this informal economy."[৬]

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – iv, October 2026, TIRJ/ October 2026/article - 50
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 435 - 452
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

একথা বিশেষ ভাবে প্রাসঙ্গিক। বীরভূমের নানুর, লাভপুর ও পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের গ্রামীণ সমাজে সূচিশিল্পের বিভিন্ন রূপের ঐতিহ্য রয়েছে। পুরনো শাড়ি, ধুতি বা কাপড়ের স্তর একত্র করে সুতো দিয়ে সেলাই করা এবং তার ওপর বিভিন্ন নকশা তৈরি করার মধ্য দিয়ে কাঁথা নির্মিত হয়। নকশিকাঁথা একই সঙ্গে ব্যবহারিক বস্তু, স্মৃতির ধারক এবং সৃজনশীল অভিব্যক্তি। নকশিকাঁথার ঐতিহ্য ও নারী-নির্ভর লোকশিল্পের আলোচনা প্রসঙ্গে বলেছেন —

> "Kantha stitch craft is considered as one of the primitive folk arts of undivided Bengal."[৭]



বিষয় ও মোটিফ : নকশিকাঁথায় সাধারণত দেখা যায় —

- পদ্ম ও অন্যান্য ফুল
- লতা-পাতা
- পাখি ও পশু
- মাছ
- সূর্য ও চন্দ্র
- গাছ
- মানবমূর্তি
- ধর্মীয় প্রতীক

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – iv, October 2026, TIRJ/ October 2026/article - 50
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 435 - 452
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

- গ্রামীণ জীবনের দৃশ্য
- জ্যামিতিক অলংকরণ

এই মোটিফগুলির মধ্যে অনেকগুলিরই প্রতীকী অর্থ রয়েছে। পদ্ম পবিত্রতা ও সৌন্দর্যের প্রতীক; পাখি স্বাধীনতা বা আকাঙ্ক্ষার ইঙ্গিত বহন করতে পারে; বৃক্ষ জীবন ও উর্বরতার প্রতীক হিসেবে উপস্থিত হতে পারে। কারুশিল্পকে সম্প্রদায়ভিত্তিক জ্ঞান ও জীবিকার সঙ্গে যুক্ত করার প্রসঙ্গে বলেছেন —

> "Kantha art form is a community-based traditional needle work."[৮]

বাজারীকরণ, মধ্যস্বত্বভোগী ও শিল্পীর ন্যায্য মূল্য প্রসঙ্গে বলেছেন —

> "67% of respondents sell their artwork through middlemen."[৯]

নারীর সৃজনশীলতা ও স্মৃতি : নকশিকাঁথার একটি বিশেষ তাৎপর্য হল এর সঙ্গে নারীর ব্যক্তিগত ও পারিবারিক জীবনের যোগ। দীর্ঘ সময় ধরে গৃহস্থালির কাজের পাশাপাশি নারীরা কাঁথা সেলাই করেছেন। ফলে তাঁদের ব্যক্তিগত অনুভূতি, স্বপ্ন, পারিবারিক স্মৃতি এবং সামাজিক অভিজ্ঞতা অনেক সময় নকশার মধ্যে প্রতিফলিত হয়েছে। এই দিক থেকে নকশিকাঁথা শুধুমাত্র 'হস্তশিল্প' নয় — এটি নারীর অপ্রাতিষ্ঠানিক শিল্প-ভাষা। নারীর সৃজনশীলতা, স্মৃতি ও আত্মপ্রকাশের প্রসঙ্গে বলেছেন—

> "This intricate art form reflects the self-expression of the artisans, mainly women from generation to generation."[১০]

বীরভূমে নকশিকাঁথার আঞ্চলিক বিকাশ প্রসঙ্গে বলেছেন —

> "In West Bengal, Santiniketan gharana of Kantha stitch was shaped as village art by Hindu and Muslim women of Birbhum and Purba Bardhaman districts."[১১]

ঐতিহ্য সংরক্ষণ ও জীবিকার দ্বৈত ভূমিকা প্রসঙ্গে বলেছেন —

> "The kantha stitch artisans look to retain their culture through distinguished artworks and make it their means and measure of livelihood."[১২]

গ. শান্তিনিকেতনি চামড়াশিল্প : বীরভূমের আধুনিক কারুশিল্পের পরিচিত ক্ষেত্রগুলির মধ্যে শান্তিনিকেতনি চামড়াশিল্প বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। শান্তিনিকেতনকে কেন্দ্র করে বিকশিত এই শিল্পে চামড়ার ওপর বিভিন্ন ধরনের নকশা, রং, ছাপ এবং অলংকরণ প্রয়োগ করা হয়। চামড়ার ব্যাগ, মানিব্যাগ, বেল্ট, ফোল্ডার, জুতো, অলংকারের বাক্সসহ নানা ব্যবহারিক সামগ্রী তৈরি হয়।



OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – iv, October 2026, TIRJ/ October 2026/article - 50
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 435 - 452
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive



নকশার বৈশিষ্ট্য :

- চামড়ার ওপর—
- ফুল-লতা
- পাখি
- জ্যামিতিক নকশা
- লোকজ প্রতীক
- প্রাকৃতিক মোটিফ।

অনেকক্ষেত্রে চামড়ার ওপর রঞ্জন, ছাপ বা অলংকরণের মাধ্যমে বিশেষ টেক্সচার তৈরি করা হয়।

শান্তিনিকেতনি চামড়াশিল্পের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হল ব্যবহারিকতা ও নান্দনিকতার সমন্বয়। একটি ব্যাগ বা ফোল্ডার যেমন দৈনন্দিন ব্যবহারের উপযোগী, তেমনই তার অলংকরণ তাকে একটি শিল্পবস্তুতে পরিণত করে।

ঘ. পোড়ামাটির কাজ : মাটি বীরভূমের লোকজ জীবনের সবচেয়ে সহজলভ্য উপকরণগুলির অন্যতম। তাই পোড়ামাটির শিল্পের সঙ্গে এই অঞ্চলের গ্রামীণ সংস্কৃতির গভীর সম্পর্ক রয়েছে। কুমোররা মাটি সংগ্রহ করে তা পরিষ্কার ও প্রস্তুত করেন। এরপর হাতে বা চাকের সাহায্যে বিভিন্ন পাত্র ও মূর্তি তৈরি করা হয়। শুকানোর পরে এগুলি চুল্লিতে পোড়ানো হয়।



OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – iv, October 2026, TIRJ/ October 2026/article - 50
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 435 - 452
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

পোড়ামাটির পণ্যের ধরন :

- মাটির হাঁড়ি ও কলসি
- প্রদীপ
- পুতুল
- পশুপাখির মূর্তি
- অলংকার
- ধর্মীয় প্রতিমা
- স্থাপত্য অলংকরণ

পোড়ামাটির শিল্পে লাল, গেরুয়া, বাদামি ও মাটির স্বাভাবিক রঙের ব্যবহার একটি স্বতন্ত্র নান্দনিকতা সৃষ্টি করে।

ঙ. কাঠশিল্প : বীরভূমের লোকজ কারুশিল্পে কাঠের ব্যবহারও গুরুত্বপূর্ণ। কাঠের খেলনা, গৃহসজ্জার সামগ্রী, মুখোশ, ছোট মূর্তি এবং ব্যবহারিক বস্তু তৈরি করা হয়। কাঠের শিল্পে কারিগর প্রথমে উপযুক্ত কাঠ নির্বাচন করেন। এরপর করাত, বাটালি, ছুরি ও অন্যান্য সরঞ্জামের সাহায্যে কাঠের আকার নির্ধারণ করা হয়। সূক্ষ্ম খোদাইয়ের মাধ্যমে তৈরি হয় অলংকরণ।কাঠশিল্পের সৌন্দর্য মূলত কাঠের প্রাকৃতিক দানা, পৃষ্ঠের টেক্সচার এবং খোদাইয়ের রেখায় প্রকাশিত হয়।



চ. বেত শিল্প : বীরভূমের বেত শিল্প (Cane Craft of Birbhum) পশ্চিমবঙ্গের গ্রামীণ হস্তশিল্পের একটি অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ও ঐতিহ্যবাহী অঙ্গ। বীরভূম জেলার লোকসংস্কৃতি এবং কুটির শিল্পের তালিকায় এই বেত শিল্প এক বিশেষ স্থান দখল করে আছে। বীরভূমের বিভিন্ন গ্রাম ও শহরতলিতে যুগ যুগ ধরে স্থানীয় কারিগর সম্প্রদায় বেত ও বাঁশের কাজের সঙ্গে যুক্ত। বিশেষ করে বোলপুর, শান্তিনিকেতন, সিউড়ি, দুবরাজপুর এবং রামপুরহাটের পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের প্রান্তিক পরিবারগুলি প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে এই শিল্পকে বাঁচিয়ে রেখেছেন। শান্তিনিকেতনের হস্তশিল্প সংস্কৃতির প্রসারের ফলে বেত শিল্প বাণিজ্যিকভাবে আরও বড় স্বীকৃতি পায়।

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – iv, October 2026, TIRJ/ October 2026/article - 50
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 435 - 452
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive



ছ. বাঁশ শিল্প : বীরভূমের বাঁশ শিল্প কেবল একপ্রকার কুটির শিল্প নয়, এটি এই জেলার গ্রামীণ অর্থনীতি, আদিবাসী সংস্কৃতি এবং লোকশিল্পের এক অবিচ্ছেদ্য অংশ। বিশেষ করে বীরভূমের সাঁওতাল এবং 'মহালী' (Mahali) সম্প্রদায়ের জীবনযাত্রার সাথে এই শিল্প গভীরভাবে জড়িত। বীরভূমের গ্রামীণ সমাজে বাঁশ পণ্যের ব্যবহার বহুকাল ধরে চলে আসছে। প্রথাগতভাবে 'মহালী' সম্প্রদায় এই শিল্পের প্রধান কারিগর। তারা প্রজন্ম থেকে প্রজন্মে এই হস্তশিল্পের কৌশল বহন করে আসছে। বিবাহ, সামাজিক উৎসব এবং কৃষিকাজে বাঁশের তৈরি বিভিন্ন জিনিসের ব্যবহার বাংলা সংস্কৃতির সাথে যুক্ত।

পণ্যসামগ্রী : বীরভূমের বাঁশ শিল্পকে প্রধানত দুটি ভাগে ভাগ করা যায়—

শ্রেণীর নাম	তৈরি সামগ্রী	ব্যবহারের ক্ষেত্র
নিত্যব্যবহার্য ও কৃষি সরঞ্জাম	কুলা, ঝুড়ি (ডালি), ডালা, ঝাঁপি, চালনি, মাছ ধরার ফাঁদ (ঘুণি/পলই)।	গ্রামীণ কৃষি, পারিবারিক কাজ ও পূজাপার্বণ।
আধুনিক ও গৃহসজ্জার সামগ্রী	ল্যাম্পশেড, ট্রে, পাত্র, কলমদানি, ফুলদানি, ব্যাগ, ছোট আসবাব ও গয়না।	শহর ও মেলা কেন্দ্রিক আধুনিক সাজসজ্জা।

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – iv, October 2026, TIRJ/ October 2026/article - 50
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 435 - 452
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive



জ. পাট ও চট শিল্প : বীরভূমের পাট ও চট শিল্প (Jute Handicrafts) শান্তিনিকেতন ও আশেপাশের অঞ্চলের অন্যতম প্রধান হস্তশিল্প ও অর্থনৈতিক উপাদান। বিশেষ করে বোলপুর, রামপুরহাট, সাঁইথিয়া এবং আশেপাশের গ্রামীণ কারিগররা হস্তশিল্পের এই ঐতিহ্যকে টিকিয়ে রেখেছেন। পাটের সুতো ও চট ব্যবহার করে শোপিস, গৃহসজ্জার সামগ্রী (ওয়াল হ্যাংগিং, গণেশ বা বুদ্ধের মুখাবয়ব, প্রদীপ), পুতুল, ব্যাগ, ফুলদানি, কেটলি এবং নানা ধরনের অলঙ্কার তৈরি করা হয়।



OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – iv, October 2026, TIRJ/ October 2026/article - 50
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 435 - 452
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive



শিল্পকৌশল, ব্যবহৃত কাঁচামাল ও নান্দনিক মানদণ্ড : বীরভূমের লোকশিল্পের বৈচিত্র্য বোঝার জন্য শিল্পকৌশল, উপকরণ এবং নান্দনিকতার পারস্পরিক সম্পর্ক বিশ্লেষণ করা জরুরি।

কাঁচামাল : বীরভূমের লোকশিল্পে প্রধানত স্থানীয় ও সহজলভ্য উপকরণ ব্যবহৃত হয় —

শিল্প	**প্রধান কাঁচামাল**
ডোকরা	মোম, মাটি, ধাতু
নকশিকাঁথা	পুরনো কাপড়, সুতো
সূচিশিল্প	কাপড়, রঙিন সুতো
চামড়াশিল্প	চামড়া, রং, ছাপ/অলংকরণ উপকরণ
পোড়ামাটি	নদী/পুকুর/স্থানীয় মাটি, খড়, জ্বালানি
কাঠশিল্প	বিভিন্ন ধরনের কাঠ
বাঁশশিল্প	বাঁশ, বেত, প্রাকৃতিক তন্তু

এই উপকরণগুলির অধিকাংশই স্থানীয় পরিবেশ থেকে সংগৃহীত হওয়ায় বীরভূমের লোকশিল্পের সঙ্গে প্রকৃতির একটি প্রত্যক্ষ সম্পর্ক গড়ে উঠেছে। ডোকরা, নকশিকাঁথা, চামড়া, বাঁশ, বেত, পাট ও পোড়ামাটির কারুশিল্পের তালিকা সমর্থন করে জানিয়েছেন—

> "Kantha Stitch Items; Batik Print; Leather Items; Docra Puthi Mala; ... Brass & Bell metal; Jute Crafts ... Wood curving; Cane & Bamboo products ... Terakota, Clay Modelling."[১৩]

শিল্পকৌশল—

ডোকরা : মোমের মডেল → মাটির আবরণ → উত্তাপ → মোম অপসারণ → গলিত ধাতু ঢালাই → ছাঁচ ভাঙা → পালিশ ও সমাপ্তি।

নকশিকাঁথা : কাপড়ের স্তর তৈরি → সুতো দিয়ে প্রাথমিক সেলাই → কেন্দ্রীয় মোটিফ → চারপাশে অলংকরণ → প্রান্তসজ্জা।

পোড়ামাটি : মাটি সংগ্রহ → পরিশোধন → মাটি মথন → আকৃতি প্রদান → শুকানো → চুল্লিতে পোড়ানো → সমাপ্তি।

বাঁশশিল্প : বাঁশ নির্বাচন → কাটা → শুকানো → ফালি করা → বুনন → আকৃতি নির্ধারণ → প্রান্তসজ্জা।

কাঠশিল্প : কাঠ নির্বাচন → প্রাথমিক আকার দেওয়া → খোদাই → ঘষামাজা → রং/প্রলেপ → সমাপ্তি। এই সমস্ত প্রক্রিয়ায় আধুনিক যন্ত্রের তুলনায় হাতের দক্ষতা এবং দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – iv, October 2026, TIRJ/ October 2026/article - 50
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 435 - 452
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

শান্তিনিকেতন ও লোকশিল্পের আধুনিক পুনর্নির্মাণ : বীরভূমের লোকশিল্পের আধুনিক ইতিহাসে শান্তিনিকেতনের ভূমিকা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের শিক্ষা ও শিল্পভাবনায় শিল্পকে দৈনন্দিন জীবন এবং গ্রামীণ সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেখার প্রবণতা ছিল না। শ্রীনিকেতনের গ্রামোন্নয়ন কর্মসূচির মাধ্যমে গ্রামীণ জীবন, শিক্ষা, উৎপাদন ও কারুশিল্পের মধ্যে সম্পর্ক গড়ে তোলার চেষ্টা করা হয়েছিল। এর ফলে ঐতিহ্যগত কারুশিল্পের সামনে নতুন কয়েকটি সম্ভাবনা তৈরি হয় — ঐতিহ্যগত কৌশল → প্রশিক্ষণ → নকশার পরিবর্তন → নতুন পণ্য → বাজার → জীবিকার সুযোগ। শ্রীনিকেতনের শিক্ষা, কারুশিল্প ও গ্রামীণ পুনর্গঠনের সম্পর্কে জানিয়েছেন — "Both village boys and teachers also receive practical training at least in one village craft."[১৪] বিশেষ করে চামড়াশিল্প, বাটিক, বয়ন, কাঠশিল্প প্রভৃতি বৃহত্তর শান্তিনিকেতনী সাংস্কৃতিক অর্থনীতির সঙ্গে যুক্ত হয়। এখানে একটি মৌলিক পরিবর্তন ঘটে — **স্থানীয় ব্যবহারিক কারুশিল্প → বাজারযোগ্য নান্দনিক পণ্য।** অর্থাৎ শিল্পের সামাজিক ব্যবহারিকতার পাশাপাশি তার বাণিজ্যিক ও পর্যটনমূল্য বৃদ্ধি পায়। কারুশিল্পকে বৃহত্তর গ্রামীণ পুনর্গঠন প্রকল্পের অংশ হিসেবে দেখাতে প্রাসঙ্গিকভাবে বলেছেন —

> "an attempt is made here to give effect to the central ideas of Tagore on rural reconstruction."[১৫]

কৃষি, হস্তশিল্প ও গ্রামীণ জীবিকার রূপান্তর : বীরভূমের গ্রামীণ অর্থনীতিতে কৃষির ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ হলেও কৃষি-নির্ভর জীবিকার একটি সীমাবদ্ধতা হল ঋতুভিত্তিক কর্মসংস্থান। কৃষির কেন্দ্রীয়তা এবং কৃষিনির্ভর অর্থনৈতিক কাঠামোর আলোচনা প্রসঙ্গে 'Bengal District Gazetteers : Birbhum' গ্রন্থে L. S. S. O' Malley জানিয়েছেন —

> "The district is chiefly agricultural."[১৬]

বপন, রোপণ, পরিচর্যা ও ফসল কাটার সময় শ্রমের চাহিদা বাড়ে; অন্যসময়ে কাজের সুযোগ কমে যেতে পারে। এই পরিস্থিতিতে হস্তশিল্প একটি Supplementary Livelihood বা পরিপূরক জীবিকা হিসেবে কাজ করতে পারে। একটি পরিবারে — কৃষি, কারুশিল্প, ক্ষুদ্র ব্যবসা, মজুরি শ্রম — এই ধরনের বহুমুখী জীবিকা কাঠামো তৈরি হতে পারে। ফলে লোকশিল্পকে গ্রামীণ অর্থনীতির একটি ঝুঁকি-হ্রাসকারী কৌশল হিসেবেও দেখা যায়। কৃষিতে আয় কম হলে কারুশিল্প থেকে আয় পরিবারকে কিছুটা আর্থিক স্থিতিশীলতা দিতে পারে। ঐতিহ্যগত কারুশিল্পের পুনরুজ্জীবন ও আধুনিক বাজারের সম্পর্ক প্রসঙ্গে বলেছেন —

> "The revival of the arts and crafts."[১৭]

SHG, মেলা, পর্যটন ও বাজারীকরণ—

স্বনির্ভর গোষ্ঠী বা Self-Help Group : Self-Help Group বা SHG গ্রামীণ কারুশিল্পীদের সংগঠিত করার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ সম্ভাবনা তৈরি করেছে। একক শিল্পী যেখানে — উৎপাদন → নিজস্ব বিক্রয়। এর মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকতে পারেন, সেখানে গোষ্ঠীভিত্তিক উদ্যোগে — সঞ্চয় → ঋণ → যৌথ উৎপাদন → কাঁচামাল সংগ্রহ → বিপণন → দর-কষাকষি — এই বৃহত্তর অর্থনৈতিক কাঠামো তৈরি করা সম্ভব। বিশেষত নারীদের ক্ষেত্রে SHG অর্থনৈতিক অংশগ্রহণের পাশাপাশি সামাজিক আত্মবিশ্বাস ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা বাড়াতে পারে।

মেলা : লোকশিল্পের বাজার সম্প্রসারণে মেলার ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। মেলা, প্রদর্শনী ও বাজার সম্প্রসারণের আলোচনা প্রসঙ্গে বলেছেন — "Participation in different fairs and exhibitions at national and international levels expands the market of Kantha."[১৮] পৌষ মেলা, জয়দেব-কেঁদুলি মেলা এবং বিভিন্ন আঞ্চলিক হাট-মেলা শিল্পীদের সরাসরি ক্রেতার সঙ্গে যোগাযোগের সুযোগ দেয়। মেলার অর্থনৈতিক গুরুত্ব তিনটি স্তরে বোঝা যায় — বিক্রয় → নতুন ক্রেতা → ভবিষ্যৎ বাজার। অর্থাৎ মেলা শুধু তাৎক্ষণিক বিক্রয়ের স্থান নয়; এটি network formation বা বাজার-সম্পর্ক তৈরির ক্ষেত্রও।

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – iv, October 2026, TIRJ/ October 2026/article - 50
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 435 - 452
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive



পর্যটন : শান্তিনিকেতন ও বীরভূমের সাংস্কৃতিক পর্যটন লোকশিল্পের বাজারকে সম্প্রসারিত করার সুযোগ তৈরি করেছে। পর্যটক স্থানীয় পণ্যকে স্মারক হিসেবে কিনলে একটি অর্থনৈতিক চক্র তৈরি হয় — পর্যটন → ক্রয় → শিল্পীর আয় → পুনঃবিনিয়োগ → উৎপাদন → কর্মসংস্থান। কিন্তু এর পাশাপাশি একটি সাংস্কৃতিক পরিবর্তনও ঘটে — পর্যটকের চাহিদা → পণ্যের পরিবর্তন → নকশার পরিবর্তন → নতুন বাজারযোগ্য পণ্য। অর্থাৎ পর্যটন লোকশিল্পের অর্থনৈতিক ও নান্দনিক উভয় রূপান্তর ঘটাতে পারে।

বাজারীকরণ : লোকশিল্পের বাজার আজ স্থানীয় হাট থেকে আঞ্চলিক, জাতীয় এবং ডিজিটাল বাজার পর্যন্ত বিস্তৃত হতে পারে। এই রূপান্তরকে বলা যায় — স্থানীয় চাহিদা → হাট → মেলা → পর্যটন → প্রতিষ্ঠানিক বিপণন → ডিজিটাল বাজার।

ডিজিটাল মাধ্যম শিল্পীকে ভৌগোলিক সীমার বাইরে ক্রেতার কাছে পৌঁছানোর সুযোগ দিতে পারে। তবে তার জন্য প্যাকেজিং, ব্র্যান্ডিং, ফটোগ্রাফি, অনলাইন পেমেন্ট এবং বিপণন-দক্ষতার প্রয়োজন হয়। বাজারের বিভিন্ন স্তর ও বিপণন ব্যবস্থার আলোচনা প্রসঙ্গে বলেছেন —

> "The products are largely marketed by independent artisans through Govt. initiated haats, fair, and exhibitions at the local, regional, and national levels."[১৯]

নারীশ্রম, পারিবারিক শ্রম ও অদৃশ্য অর্থনীতি : বীরভূমের লোকশিল্পের অর্থনৈতিক ইতিহাসে নারীর অবদান অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। নারীশ্রমের অর্থনৈতিক ও সামাজিক মূল্যায়নের আলোচনা প্রসঙ্গে বলেছেন —

> "It is a good sign not only in economy of a nation but it has a high social values."[২০]

নকশিকাঁথা ও সূচিশিল্পে তাঁদের ভূমিকা প্রত্যক্ষ হলেও অন্যান্য কারুশিল্পের ক্ষেত্রেও নারীরা —

- কাঁচামাল প্রস্তুত
- সুতো ও কাপড়ের কাজ

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – iv, October 2026, TIRJ/ October 2026/article - 50
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 435 - 452
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

- অলংকরণ
- সেলাই
- প্যাকেজিং
- পণ্য সাজানো
- বাজারজাতকরণ

ইত্যাদি কাজে যুক্ত থাকতে পারেন। কিন্তু একটি গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা হল— এই শ্রমের একটি বড় অংশ "পারিবারিক সাহায্য" হিসেবে বিবেচিত হয়, পৃথক অর্থনৈতিক শ্রম হিসেবে নয়। ফলে —

অর্থনৈতিক মূল্য ≠ বাজারমূল্য : একটি পণ্যের বাজারমূল্য নির্ধারিত হলেও সেই পণ্য তৈরিতে পরিবারের নারী সদস্য যে সময় ও শ্রম দিয়েছেন, তার পৃথক মূল্য নির্ধারিত নাও হতে পারে। এই কারণে লোকশিল্পের অর্থনীতি বিশ্লেষণে gender-sensitive approach বা লিঙ্গ-সংবেদনশীল দৃষ্টিভঙ্গি অপরিহার্য।

ঐতিহ্য বনাম বাজার : সংকট ও সম্ভাবনা : আধুনিক বাজার লোকশিল্পের জন্য একই সঙ্গে সুযোগ এবং সংকট সৃষ্টি করেছে।

ইতিবাচক দিক—

- বাজারের বিস্তার
- ক্রেতার সংখ্যা বৃদ্ধি
- পর্যটনের সুযোগ
- শিল্পীর পরিচিতি বৃদ্ধি
- নতুন পণ্যের উদ্ভব
- নারীর কর্মসংস্থান
- ডিজিটাল বিপণন
- আয়ের নতুন সুযোগ

নেতিবাচক দিক—

- যন্ত্রে তৈরি সস্তা পণ্যের সঙ্গে প্রতিযোগিতা
- মধ্যস্বত্বভোগীর আধিপত্য
- কাঁচামালের মূল্য বৃদ্ধি
- ঐতিহ্যগত নকশার পরিবর্তন
- অতিরিক্ত বাজারনির্ভরতা
- কারিগরি জ্ঞান হারানোর আশঙ্কা
- তরুণ প্রজন্মের অন্য পেশায় চলে যাওয়া

এখানে প্রশ্ন হল — বাজারের চাহিদা পূরণ করতে গিয়ে শিল্পী কতটা ঐতিহ্য পরিবর্তন করবেন? এর উত্তর ঐতিহ্যকে অপরিবর্তনীয় করে রাখার মধ্যে নেই। বরং প্রয়োজন — ঐতিহ্যের মূল কারিগরি ও নন্দনতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য সংরক্ষণ করে নতুন ব্যবহার ও নতুন নকশার সঙ্গে তার অভিযোজন। অর্থাৎ ঐতিহ্য বনাম আধুনিকতা নয়; বরং ঐতিহ্যের ভিতের উপর আধুনিকতার নির্মাণ হওয়া উচিত।

টেকসই লোকশিল্প অর্থনীতির সম্ভাবনা : বীরভূমের লোকশিল্পকে ভবিষ্যতে টেকসই অর্থনৈতিক সম্পদে পরিণত করতে হলে কয়েকটি ক্ষেত্রে গুরুত্ব দেওয়া প্রয়োজন।

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – iv, October 2026, TIRJ/ October 2026/article - 50
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 435 - 452
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

ন্যায্য পারিশ্রমিক : শিল্পীর শ্রম, সময় ও দক্ষতার যথাযথ মূল্য নির্ধারণ করা প্রয়োজন।

মধ্যস্বত্বভোগী কমানো : শিল্পী ও ক্রেতার সরাসরি যোগাযোগ বৃদ্ধি করলে শিল্পীর লাভের অংশ বাড়তে পারে।

সমবায় ও SHG : ক্ষুদ্র শিল্পীদের সংগঠিত করে যৌথভাবে কাঁচামাল সংগ্রহ ও বিপণনের ব্যবস্থা করা যেতে পারে।

ডিজিটাল দক্ষতা : শিল্পীদের অনলাইন বিক্রয়, ডিজিটাল পেমেন্ট, পণ্য-ফটোগ্রাফি, সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে বিপণন এবং ব্র্যান্ডিংয়ের প্রশিক্ষণ দেওয়া দরকার।

নকশাগত উদ্ভাবন : ঐতিহ্যগত মোটিফকে আধুনিক জীবনযাপনের উপযোগী পণ্যে ব্যবহার করা যেতে পারে। যেমন — লোকজ মোটিফ → ব্যাগ → গৃহসজ্জা → পোশাক → স্টেশনারি → উপহারসামগ্রী।

তরুণ প্রজন্মের অংশগ্রহণ : কারিগরি প্রশিক্ষণ, উদ্যোক্তা শিক্ষা ও বাজারের সঙ্গে সরাসরি সংযোগ তৈরি হলে তরুণদের কাছে কারুশিল্পকে লাভজনক পেশা হিসেবে তুলে ধরা সম্ভব।

সাংস্কৃতিক পর্যটন : কারিগরদের গ্রামকে শুধু পণ্য বিক্রির স্থান নয়, craft experience centre হিসেবে গড়ে তোলা যেতে পারে। পর্যটক সেখানে — দেখবেন → শিখবেন → তৈরি করবেন → কিনবেন। এই মডেল শিল্পীর আয়ের নতুন পথ খুলে দিতে পারে।

নথিভুক্তকরণ : কারিগরদের প্রযুক্তি, লোককথা, নকশা, উৎপাদন-পদ্ধতি এবং জীবনকথা নথিভুক্ত করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কারণ লিখিত নথির পাশাপাশি এই কারিগরি জ্ঞান মূলত প্রজন্মান্তরে মৌখিক ও ব্যবহারিকভাবে সঞ্চারিত হয়।

উপসংহার : "রাঢ়ের মাটি, রূপশিল্প ও জীবনসংগ্রাম" — এই তিনটি ধারণার মধ্যেই বীরভূমের লোকশিল্পের সামগ্রিক চরিত্রটি নিহিত। রাঢ়ের লালমাটি এখানে কেবল একটি ভূপ্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্য নয়; এটি মানুষের জীবনযাপন, স্মৃতি, শ্রম এবং নন্দনচেতনার অংশ। নারীশ্রম ও ক্ষমতায়নের আলোচনা প্রসঙ্গে বলেছেন —

"These phenomena nurtured the essence of women empowerment in rural Bengal."[২১]

স্থানীয় মাটি, ধাতু, কাঠ, বাঁশ, কাপড়, সুতো ও চামড়া মানুষের সৃজনশীল হাতে রূপান্তরিত হয়ে এক বহুমাত্রিক লোকশিল্প-ঐতিহ্য নির্মাণ করেছে। ডোকরার ধাতব রূপভাষা, নকশিকাঁথার সূচিকর্ম, পোড়ামাটির মাটিনির্ভর নন্দন, বাঁশের বুনন, কাঠের খোদাই এবং শান্তিনিকেতনকেন্দ্রিক আধুনিক কারুশিল্প — সবমিলিয়ে বীরভূমের সাংস্কৃতিক পরিচয়ের একটি গুরুত্বপূর্ণ স্তর তৈরি হয়েছে। কিন্তু এই নন্দনের অন্তরালে রয়েছে শ্রমজীবী মানুষের দীর্ঘ জীবনসংগ্রাম। কৃষির অনিশ্চয়তা, ঋতুভিত্তিক কর্মসংস্থান, কাঁচামালের মূল্যবৃদ্ধি, বাজারের প্রতিযোগিতা, মধ্যস্বত্বভোগীর চাপ এবং নারীর অদৃশ্য শ্রম— সবকিছুই লোকশিল্পের অর্থনৈতিক ইতিহাসের অংশ। এই কারণে বীরভূমের লোকশিল্পকে শুধু নান্দনিকতার দৃষ্টিতে বিচার করলে তার প্রকৃত তাৎপর্য ধরা পড়বে না। একে দেখতে হবে — শিল্প + শ্রম + অর্থনীতি + সমাজ + নারী + পরিবেশ + স্মৃতি + বাজার — এই সমন্বিত কাঠামোর মধ্যে।

লোকশিল্প তাই অতীতের কোনো মৃত নিদর্শন নয়। এটি বর্তমানের জীবিকা এবং ভবিষ্যতের সম্ভাবনার সঙ্গে যুক্ত একটি জীবন্ত সাংস্কৃতিক-অর্থনৈতিক সম্পদ। বীরভূমের ক্ষেত্রে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজ হবে ঐতিহ্যকে কেবল সংরক্ষণ করা নয়, বরং তাকে এমনভাবে পুনর্গঠন করা যাতে কারিগরের দক্ষতা ও সাংস্কৃতিক স্বাতন্ত্র্য অক্ষুণ্ণ থাকে এবং একই সঙ্গে শিল্পী ন্যায্য অর্থনৈতিক মর্যাদা লাভ করেন। শেষ পর্যন্ত বলা যায়, রাঢ়ের মাটি বীরভূমকে শুধু একটি ভূগোল দেয়নি; সেই মাটির সঙ্গে মানুষের শ্রম, স্মৃতি ও সৃজনশীলতার দীর্ঘ সংলাপ একটি স্বতন্ত্র লোকশিল্প-সভ্যতার জন্ম দিয়েছে। আর সেই সভ্যতার ভবিষ্যৎ নির্ভর করছে ঐতিহ্য ও আধুনিক বাজারের মধ্যে একটি ন্যায়সঙ্গত, সৃজনশীল ও টেকসই সমন্বয় গড়ে তোলার উপর।

Reference:

১. L. S. S. O'Malley, Bengal District Gazetteers: Birbhum, Calcutta: The Bengal Secretariat Book Depot, 1910, p. 1

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – iv, October 2026, TIRJ/ October 2026/article - 50
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 435 - 452
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

২. L. S. S. O'Malley, Bengal District Gazetteers: Birbhum, Calcutta: The Bengal Secretariat Book Depot, 1910, p. 16
৩. L. S. S. O'Malley, Bengal District Gazetteers: Birbhum, Calcutta: The Bengal Secretariat Book Depot, 1910, pp. 68–78
৪. L. S. S. O'Malley, Bengal District Gazetteers: Birbhum, Calcutta: The Bengal Secretariat Book Depot, 1910, p. 76
৫. Government of West Bengal, District Export Promotion Approach (DEAP): Birbhum, 'Target Export Products—Birbhum', p. 12
৬. Priyam Basu Thakur and Sangita De, Global Media Journal–Indian Edition, vol. 14, no. 1, June 2022, p. 13
৭. Priyam Basu Thakur and Sangita De, "Impact of Covid-19 Pandemic on Women Kantha Artisans: A Case Study of Birbhum District of West Bengal," Global Media Journal–Indian Edition, vol. 14, no. 1, June 2022, p. 1
৮. Priyam Basu Thakur and Sangita De, Global Media Journal–Indian Edition, vol. 14, no. 1, June 2022, p. 7
৯. Priyam Basu Thakur and Sangita De, Global Media Journal–Indian Edition, vol. 14, no. 1, June 2022, p. 10
১০. Priyam Basu Thakur and Sangita De, Global Media Journal–Indian Edition, vol. 14, no. 1, June 2022, p. 1
১১. Priyam Basu Thakur and Sangita De, Global Media Journal–Indian Edition, vol. 14, no. 1, June 2022, p. 3
১২. Priyam Basu Thakur and Sangita De, Global Media Journal–Indian Edition, vol. 14, no. 1, June 2022, p. 13
১৩. Government of West Bengal, District Export Promotion Approach (DEAP): Birbhum, 'Target Export Products—Birbhum', p. 12
১৪. Rabindranath Tagore on Rural Reconstruction, p. 106
১৫. Rabindranath Tagore on Rural Reconstruction, p. 106
১৬. L. S. S. O'Malley, Bengal District Gazetteers: Birbhum, Calcutta: The Bengal Secretariat Book Depot, 1910, pp. 50–55
১৭. 'Rabindranath Tagore and Rural Reconstruction' (archival essay), Critical Collective, 1935.
১৮. Priyam Basu Thakur and Sangita De, Global Media Journal–Indian Edition, vol. 14, no. 1, June 2022, p. 1
১৯. Priyam Basu Thakur and Sangita De, Global Media Journal–Indian Edition, vol. 14, no. 1, June 2022, p. 10
২০. Government of West Bengal, District Export Promotion Approach (DEAP): Birbhum, p. 12
২১. Priyam Basu Thakur and Sangita De, Global Media Journal–Indian Edition, vol. 14, no. 1, June 2022, p. 13

Bibliography:

সেন, সুকুমার, বাংলায় লোকসংস্কৃতির সমাজতত্ত্ব, পুস্তক বিপণি।
মজুমদার, নীহাররঞ্জন, বাংলার সংস্কৃতি, দে'জ পাবলিশিং।
দাশগুপ্ত, আশুতোষ, বাংলার লোকসংস্কৃতি ও লোকসাহিত্য, সাহিত্যলোক।
বসু, বিনয় ঘোষ, বাংলার লোকসংস্কৃতি, প্রকাশ ভবন।
চক্রবর্তী, প্রণব, রাঢ়বঙ্গের লোকসংস্কৃতি, লোকসংস্কৃতি প্রকাশন।

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – iv, October 2026, TIRJ/ October 2026/article - 50
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 435 - 452
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

দত্ত, পল্লব, বাংলার লোকশিল্প ও কারুশিল্প, পুস্তক বিপণি।
বন্দ্যোপাধ্যায়, অসিতকুমার, বাংলার লোকসংস্কৃতি, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স।
ভট্টাচার্য, আশুতোষ, বাংলার লোকশিল্প, কলকাতা : ওরিয়েন্ট লংম্যান।
ভট্টাচার্য, আশুতোষ, বাংলার লোকসাহিত্য, কলকাতা : এ. মুখার্জি অ্যান্ড কোং।
সরকার, পবিত্র, লোকসংস্কৃতি ও লোকজীবন, দে'জ পাবলিশিং।
রায়, বিনয়, পশ্চিমবঙ্গের লোকসংস্কৃতি, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি।
ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, পল্লীপ্রকৃতি, বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ।
ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, সমবায়নীতি, বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ।
ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, শিক্ষা, বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ।
বীরভূম ও রাঢ় অঞ্চলের ইতিহাস ও সংস্কৃতি
মজুমদার, রমেশচন্দ্র, বাংলার ইতিহাস, জেনারেল প্রিন্টার্স অ্যান্ড পাবলিশার্স।
বন্দ্যোপাধ্যায়, রাখালদাস, বাংলার ইতিহাস, কলকাতা: বিভিন্ন সংস্করণ।
সেন, দীনেশচন্দ্র, বৃহৎ বঙ্গ, দে'জ পাবলিশিং।
বীরভূম জেলা গেজেটিয়ার, Government of West Bengal.
West Bengal District Gazetteers: Birbhum. Government of West Bengal.
Census of India 2011: District Census Handbook, Birbhum. Directorate of Census Operations, West Bengal.
Bhattacharya, Asutosh. Folk Art of Bengal. Firma K. L. Mukhopadhyay.
Handicrafts of West Bengal. Government of West Bengal, Directorate of Handicrafts and Cottage Industries.
Indian Handicrafts. All India Handicrafts Board, Government of India.
Jain, Jyotindra. Other Masters: Five Contemporary Folk and Tribal Artists of India. Crafts Museum and Handicrafts Museum, 1998.
Jain, Jyotindra. Painted Myths of Creation: Art of Madhubani Painting. Mapin Publishing.
Dhamija, Jasleen. Indian Folk Arts and Crafts. National Book Trust, India.
Dhamija, Jasleen. Crafts of India: Handmade in India. National Book Trust.
Coomaraswamy, Ananda K. The Arts and Crafts of India and Ceylon. T. N. Foulis, 1913.
Jain, Jyotindra. The Art of the Dhokra Damar. Crafts Museum, New Delhi.
Dhokra: Traditional Metal Craft of India. Development Commissioner (Handicrafts), Ministry of Textiles, Government of India.
Documentation of Traditional Crafts of West Bengal. Office of the Development Commissioner (Handicrafts), Ministry of Textiles, Government of India.
Ahmed, Syed Zia. Kantha: The Embroidered Quilt of Bengal. University of Dhaka.
Gillow, John, and Nicholas Barnard. Indian Textiles. Thames and Hudson, 1991.
Irwin, John, and Margaret Hall. Indian Embroideries. Victoria and Albert Museum, 1973.
Chishti, Rta Kapur. Saris: Tradition and Beyond. Roli Books.
Sriniketan: Institute of Rural Reconstruction. Annual Reports. Visva-Bharati.
Tagore, Rabindranath. Letters from Russia. Macmillan.
Tagore, Rabindranath. Creative Unity. Macmillan, 1922.
Elmhirst, Leonard K. Poems from the Village. Macmillan.
O'Malley, L. S. S. Bengal District Gazetteers: Birbhum. Bengal Secretariat Book Depot, 1916.
Chatterjee, Partha. The Nation and Its Fragments: Colonial and Postcolonial Histories. Princeton UP, 1993.
Sen, Amartya. Development as Freedom. Oxford UP, 1999.
Chambers, Robert. Rural Development: Putting the Last First. Longman, 1983.
Kabeer, Naila. Reversed Realities: Gender Hierarchies in Development Thought. Verso, 1994.
Agarwal, Bina. A Field of One's Own: Gender and Land Rights in South Asia. Cambridge UP, 1994.

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – iv, October 2026, TIRJ/ October 2026/article - 50
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 435 - 452
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

Report on the Unorganised Sector in India. National Commission for Enterprises in the Unorganised Sector, Government of India.
Karlekar, Malavika. Voices from Within: Early Personal Narratives of Bengali Women. Oxford UP, 1991.
Chakravarti, Uma. Gendering Caste: Through a Feminist Lens. Stree, 2003.
Mies, Maria. Indian Women and Patriarchy: The Conflicting Roles of Women in India. Concept Publishing Company, 1980.
Sen, Samita. Women and Labour in Late Colonial India: The Bengal Jute Industry. Cambridge UP, 1999.
Appadurai, Arjun, editor. The Social Life of Things: Commodities in Cultural Perspective. Cambridge UP, 1986.
Bourdieu, Pierre. The Field of Cultural Production. Columbia UP, 1993.
Richards, Greg, and Julie Wilson, editors. Tourism, Creativity and Development. Routledge, 2007.
UNESCO. Convention for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage. UNESCO, 2003.
UNESCO. Text of the Convention for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage. UNESCO.
Government of India. Annual Report: Ministry of Textiles. Ministry of Textiles, Government of India.
Government of India. Annual Report: Development Commissioner (Handicrafts). Ministry of Textiles.
Government of West Bengal. District Human Development Report: Birbhum. Development and Planning Department.
Government of West Bengal. Economic Review. Department of Finance, Government of West Bengal.
Government of West Bengal. Statistical Handbook, West Bengal. Bureau of Applied Economics and Statistics.
Visva-Bharati. Annual Report. Visva-Bharati University, Santiniketan.